ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আবার সেশন জটে পড়তে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রঐক্য ও ছাত্রদলের ধর্মঘট ৭-৮ মাস পিছিয়ে দেবে

রাশিদুল হাসান : প্রায় সেশনজটমুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবার সেশনজটের কবলে পড়তে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য এবং ছাত্রদলের ডাকা ধর্মঘটের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি ১৪৭টি পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ থেকে ৮ মাসের সেশনজট লেগে যেতে পারে।

গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য আহূত আগামী ২৪ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট এবং ছাত্রদলের ডাকা আগামী ২৯ জুলাই থেকে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের কারণে এই সেশনজটে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের ডাকা গত ২৪ জুলাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২টি বিভাগের ৩২টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

আগামী ২৯ জুলাই থেকে ছাত্রদলের লাগাতার ধর্মঘট ডাকার আশঙ্কায় ১১৫টি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আগামী ২৯ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান অনুষদের ১১৫টি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সিডিউল রয়েছে। এর মধ্যে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ২৪টি এবং বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদের ২২টিসহ মোট ৪৬টি বিভাগ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠানের এই মৌসুমে প্রায় প্রতিটি বর্ষের পরীক্ষা চলছে। অনেক বর্ষের পরীক্ষা শেষ হওয়ার মুহূর্তে। এই সময়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর ধর্মঘট ডাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। সেশনজটের কবলে পড়ার আশঙ্কায় ছাত্রছাত্রীরা শঙ্কিত।

বিগত কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেশনজট অনেকটাই নিরসন করে ফেলেছিল। তিন বছরের অনার্স এবং এক বছরের মাস্টার্স কোর্স প্রায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শেষ হতে শুরু করে। কলা এবং সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সেশনজটের মাত্রা বর্তমানে অনেকটা কমে ২/৩ মাসে নেমে এসেছে বলে জানা যায়।

বর্তমানে কলা এবং সামাজিক বিজ্ঞানের ৪ বছরের অনার্স কোর্স এবং ১ বছরের মাস্টার্স কোর্সের পরীক্ষা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হতো বিশ্ববিদ্যালয়। বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত বিভাগগুলোতে কলা অনুষদের চেয়ে সেশনজটের পরিমাণ কিছু বেশি হলেও এখন তা সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে।

আগে যেখানে এক বছর-দেড় বছর সেশনজট ছিল তা এখন ৪/৫ মাসে নেমে এসেছে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার, অস্ত্র উদ্ধার এবং ভিসির পদত্যাগের দাবিতে ছাত্রদল ২৯ তারিখ থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেয়।

অচলাবস্থা নিরসনকল্পে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একাধিক আলোচনার নিমন্ত্রণও ছাত্র সংগঠনগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে আলোচনার পরিবেশ নেই এই অজুহাতে।

১৯৯৫-৯৬ সেশনে ভর্তি হওয়া প্রথম বর্ষের অনার্স তিন বছরের কিছু বেশি সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই সেশনের ছাত্রছাত্রীদের মাস্টার্স পরীক্ষাও শেষ হয়ে যেতো চলতি মাসেই। জুন মাসে ডাকা একটি হরতাল এবং ছাত্রঐক্যের ডাকা হরতালের কারণে সেই পরীক্ষা দুইমাস পিছিয়ে যায়। ধর্মঘটের কারণে সঠিক সময়ে পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে পারবে কিনা এ আশঙ্কা ব্যক্ত করে অনেক ছাত্রছাত্রীই বলেন, ভেবেছিলাম ঠিক সময়েই পরীক্ষা শেষ করে একটা রেকর্ড করে ফেলবো। ধর্মঘট সম্ভবত তা আর হতে দিলো না।

গত '৯৯ সালের ১৩ ও ১৪ অক্টোবর কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের ডাকা ধর্মঘটের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করলে এ সময় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে পরীক্ষা গ্রহণ ব্যাহত হয়। সে সময় কলা ভবনের অর্ধেক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারেনি। সে কারণে এবার ধর্মঘটের মধ্যে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছেন।

ধর্মঘটের ফলে সেশনজটের আশঙ্কা ব্যক্ত করতে গিয়ে ভিসি অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, 'বিগত বছরগুলো সবার মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা সেশনজটমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে যাচ্ছিলাম। এ সময় একটি ছাত্র সংগঠনের ডাকা ছাত্র ধর্মঘট সত্যিই দুঃখজনক। ধর্মঘটের কারণে আমরা ৫/৬ মাস পিছিয়ে যেতে পারি।'